ভোরের কাগজ

JAN 24 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

পাহাড়চূড়ার মাদ্রাসায় চলতো অস্ত্র প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রামের লালখানবাজারে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত জামেয়া উলুম মাদ্রাসায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মৌলবাদীদের মনস্তাত্ত্বিক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। জানা গেছে, এই মাদ্রাসা থেকে প্রশিক্ষণের পর তাদেরকে অস্ত্রের ওপর আরো উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য অন্যত্র পাঠানো হতো। সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা মাদ্রাসাটির ওপর নজর রাখছে।

কবি শামসুর রাহমানের ওপর হামলা হওয়ার পর মৌলবাদীদের ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন 'হরকাতুল জেহাদে'র গ্রেপ্তারকৃত সদস্যদের যে ছবি পত্রিকাতে ছাপা হয়েছে তাদের দুজনকে লালখানবাজার এলাকার স্থানীয় যুবকরা চিনতে পেরেছে।

গতকাল শনিবার ঐ মাদ্রাসায় গিয়ে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বা অন্য কাউকে পাওয়া যায়নি। গেটে যে দারোয়ান ছিল সে তার নামও বলেনি, বলেছে ভিতরে কেউ নেই, সবাই ঈদের ছুটিতে রয়েছে। লালখানবাজার এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানান, '৮৫ সালের দিকে প্রায় ২০ একর জায়গার ওপর মাদ্রাসাটি গড়ে ওঠে'। '৮৬ সালের দিকে এলাকার লোকজনের সঙ্গে ঐ মাদ্রাসার ক্যাডারদের সংঘর্ষে জাহাঙ্গীর নামে এক যুবককে খুন করে তার লাশও গায়েব করে ফেলেছিল এরা।

গত ১২ বছরে এই মাদ্রাসার লোকজনদের সঙ্গে জায়গাজমি নিয়ে স্থানীয় লোকদের কমপক্ষে ১৫ বার সংঘর্ষ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সদ্য জামিনপ্রাপ্ত এক যুবক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক)। সে জানায়, এসব মামলায় এলাকার ৪১ জনকে আসামি করা হয়েছিল যার মধ্যে ১০ জন জামিনে আছে। নাম প্রকাশে ভীত বেশ কয়েকজন এলাকাবাসী জানিয়েছেন, রাত ৯টার পরে মাদ্রাসার ভিতরে এক সঙ্গে ৪০-৫০ জন লম্বা চুল ও দাড়িওয়ালা যুবককে কুংফু, কারাত এবং কিরিচ নিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে তারা দেখেছে।

লালখান বাজার ১৪ নং ওয়ার্ড যুবলীগের প্রচার সম্পাদক নিয়াজ আহমেদ বাবলু জানিয়েছেন, প্রায় ৫ মাস আগে

● এরপর– পৃষ্ঠা ২

পাহাড়চূড়ার মাদ্রাসায় চলতো অস্ত্র প্রশিক্ষণ

● প্রথম পাতার পর

তিনিও পাহাড়ের ওপর থেকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে দেখেছেন। মাদ্রাসায় বিভিন্ন সময়ে জ্যাকেট পরিহিত লম্বা চুল ও দাড়িওয়ালা বেশ কিছু লোকের আসা-যাওয়া হতো। এসব লোকজন স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে মিশতো না। তাদের ছাত্ররা আসতো বাইরের বিভিন্ন এলাকা থেকে।

মাদ্রাসার আশপাশে যেসব বাড়ি রয়েছে সেসব বাড়িতে বিয়েশাদী বা অন্য কোনো উৎসবে গানবাজনা হলেই মাদ্রাসা থেকে লোকজন এসে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য হুমকি দিতো। কেউ যদি বিরুদ্ধে কিছু বলতো তাহলেই মামলা ঠুকে দিতো বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় কিছু অধিবাসী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এসব অধিবাসী জানান, নাম জানতে পারলে আর রক্ষা নেই এদের হাত থেকে।

এলাকার বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে কথা বলে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে সকলেই এক বাক্যে এই মাদ্রাসাটিকে ঘিরে 'মুজাহিদ' প্রশিক্ষণের বিষয়টি বলেছে। পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত এই 'মাদ্রাসার পরিচালনের দায়িত্ব রয়েছে মুফতি এজহারুল ইসলামের ওপর। তিনি বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন। জানা গেছে, তিনি বছরের ৫-৬ মাস মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে থাকেন। আর্থিক সাহায্যও সেসব দেশ থেকে আসে। মাদ্রাসাটির এতোই কঠোর নিরাপত্তা যে ভবনটি তৈরি করার সময় বাইরের কোনো রাজমিস্ত্রি বা অন্য লোককে নেওয়া হয়নি, নিজেরাই কাজ করেছে।

লালখানবাজার এলাকার একজন বিএনপি নেতা বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে এই মাদ্রাসার লোকজনের ভালো না হলেও দলগত অবস্থান ও রাজনৈতিক কারণে আমরা এদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মিটিং-মিছিল করেছি।'

পাহাড় শীর্ষে অবস্থিত পুরুষদের মাদ্রাসার পাশাপাশি পাহাড়ের পাদদেশে একটি মহিলা মাদ্রাসাও রয়েছে যার পরিচালনার দায়িত্ব মুফতি এজহারুল ইসলামের মেয়ের জামাতা জনৈক জালালের ওপর। গতকাল লালখানবাজার এলাকার রাস্তায় ঐ মহিলা মাদ্রাসার নামে একটি ব্যানার ঝুলতে দেখা গেছে। 'নূরানী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়' এ ধরনের লেখা ও যোগাযোগের জন্য ০১৮৩১১৮৯৬ মোবাইল নম্বরও দেওয়া হয়। কিন্তু রাতে এই নম্বরে ফোন করে মহিলা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ 'জালাল সাহেব'কেও পাওয়া যায়নি। যিনি ফোন রিসিভ করেছেন তিনি তার নামও জানাননি এবং আর কিছু না বলে ফোন 'অফ' করে দেন।

স্থানীয় অধিবাসীদের সূত্রে জানা গেছে, মুফতি এজহারুল ইসলামের ৩ ছেলে। বড়ো ছেলে পাকিস্তানে লেখাপড়া করছে, এক ছেলে এই মাদ্রাসাতেই থাকে, অপরজন অন্য কোনো একটি মাদ্রাসায় পড়ে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ এলাকার অধিবাসী জানিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে গাড়িতে করে কমব্যাট পোশাক পরে লম্বা চুল দাড়িওয়ালা লোকজনদের আসা-যাওয়া করতে দেখা গেছে। যাদেরকে দেখলেই 'মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য বলে মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে'।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, দীর্ঘদিন থেকেই এই মাদ্রাসার ওপর তাদের নজর ছিল, তবে এখানে অস্ত্রের প্রশিক্ষণের চেয়ে 'ট্রানজিট ক্যাম্প' ও মনস্তাত্ত্বিক মোটিভেশন ক্যাম্প (মগজ ধোলাই ক্যাম্প) হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ঢাকার সিআইডি পুলিশের সঙ্গে তাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগের কথাও স্বীকার করেছে ঐ সূত্র। তবে ধারণা করা হচ্ছে ১৮ তারিখ ঢাকার ঘটনার পর এই মাদ্রাসা থেকে সব আলামত সরিয়ে ফেলা হয়েছে।